ব্রত পার্বণ

১

ব্রত-পার্বণ একসাথে উচ্চারিত হলেও দুটি ভিন্ন শব্দ, তবে ব্রতের সঙ্গে অন্য সত্তার যোগ সংযুক্ত। ব্রত শাস্ত্রীয় পূজার্চনার বাইরে অন্য ধরনের পূজানুষ্ঠান, যার সামাজিক মূল্য অনেক, শাস্ত্রাচার, হোমযজ্ঞ পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। সহধর্মিণী-স্ত্রী যেখানে সহচারিণী মাত্র। কিন্তু ব্রতে মেয়েরাই প্রধান। মেয়েলি ব্রতে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত-মন্ত্রের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় লেখা ছড়ার মাধ্যমে মেয়েরা এখানে নিজেদের মনের কামনা বাসনাকে তুলে ধরে। 'পার্বণ' হল সেই ব্রতের অনুষ্ঠান, যা বিভিন্ন পর্বে বা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, বাংলায় ব্রতের বাহুল্য দেখেই একসময় বারো মাসে তেরো পার্বণ, কথাটির উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য মেয়েলি ব্রতের পাশাপাশি বেশ কিছু শাস্ত্রীয় ব্রতও আছে। মেয়েলি ব্রতের মধ্যে আবার কুমারী ব্রত সুনিশ্চিত-সুরক্ষা দূর। কুমারী-ব্রতের মধ্যে একদিকে যাকে ভদ্র-রূপ-বৈভবের সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ভাবী শ্বশুরবাড়ি ভালো হোক, এই ইচ্ছা, মেয়েলি ব্রতের আকাঙ্ক্ষাও দুয়ের মধ্যে প্রকাশ পায় ভদ্র-অযাচিত মনের সুখের কামনা। কিছু ব্রত আবার শাস্ত্রীয় রূপ পায়। যেমন, লক্ষ্মী-ব্রত যেমাবতী লক্ষ্মীপূজায় পুরোহিতের শাস্ত্রীয় আচারে পরিণত। আধুনিক কালে টেলিভিশনের প্রভাবে খুব জনপ্রিয় সন্তোষী-মা-ব্রত। ব্রতের ইতিহাসে এটি নবতম সংযোজন, কিছু ব্রত যেমন কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, অন্তত মফস্বলে গেছে, তেমনি নতুন কিছু ব্রত নতুন করে সম্প্রীতি হয়েছে। যেমন, রথযাত্রার পরে বিপত্তারিণী-ব্রত এখন ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

সেকালের পুরুষশাসিত সমাজের গৃহধারিণী নারীদের কাছে ব্রতকথা, পালন ছিল তাদের সমস্ত মনের আনন্দেরও স্বাদ। ব্রতের উপকরণ, আয়োজন, শিল্পকর্ম সবই ছিল পুরুষবর্জিত, সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের নিজের। মেয়েদের নিরক্ষর সংসার পরিজনদের সকলের মঙ্গল কামনাই ছিল ব্রতের উদ্দেশ্য। আবার বিবাহই যেহেতু নারীজীবনের সর্বস্ব ছিল, তাই ভবিষ্যতের ভালো বিয়ের কামনায় যেমন ছিল একাদশ সমাপ্তি ব্রত, তেমনি অবৈধব্য কামনায় ছিল সাবিত্রী ব্রত। ব্রতের উপকরণ সুবিধে খুব অসামান্য ছিলনা সেদিন। গ্রামের আনাচ-কানাচ থেকেই সংগৃহীত হত দূর্বা, নদীর তীরে পাওয়া যেত মাটি, আল্পনার উপকরণ ছিল চালের গুঁড়ো বা পিটুলিগোলা, উঠোনের দিকে সিঁদুর ঘটপত্র ছিল, ব্রাহ্মণ ঘাওয়ানো, গোয়াল বা সতীন সুনীদের ঘাওয়ানো, এছাড়া ব্রতের উপচারে খাদ্যমিষ্টির বিশেষ বড় কোনো আয়োজন থাকতোনা, ব্রত ছিল সমস্তে আনন্দীয়। বাড়ির উঠোনে, নদীর তীরের মাঠে অনেকে মিলে এইব্রত আয়োজন করত, তাই এর মধ্যে স্বার্থপরতা থাকতো না, থাকতো সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার আনন্দ। পিতৃসুখ ও শ্বশুরসুখ দুইয়েরই সমান্তরালে মঙ্গলকামনা করতো ব্রতের মেয়েরা, তবে সেকালের সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীর বিয়োগের যন্ত্রণা নারীকেই ভোগ করতে হত। তাই সতীন কাঁটা থেকে মুক্তির জন্য অনেক ব্রতে সতীনের মৃত্যু কামনা করা হত। এর পিছনেও ছিল মেয়েদের স্বামীর উপর একাধিপত্যের দাবী। ব্রতগুলি ঠিক কবে কার সময়ে উৎপন্ন হয়, তার নির্দিষ্ট তারিখ বলা যায় না। তবে এর উৎস যে অত্যন্ত সুপ্রাচীন, সে কথা বলাই যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ব্রতের প্রাচীনত্বের উল্লেখ করে বলেছেন - "বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে নিত্য কামনা সফল করতে চাইছে, এই হল ব্রত - পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরনো বেদের সমসাময়িক জিনিস, তারও পূর্বের মানুষদের অনুষ্ঠান।" আর্যসভ্যতার পূর্বে এদেশে যারা বাস করত তাদের কাছে 'অন্যব্রত' মেয়েদের

ব্রতকথার মধ্যে সূচনা রয়েছে সেই প্রাচীন যুগেরও ইতিহাস। ব্রতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে আল্পনার। বিভিন্ন ধরনের ব্রতকে অনেক সময় এই আল্পনার দ্বারাই হুবহু রূপে চিহ্নিত করা যায়। আল্পনাগুলি কিন্তু একালের আর্টের মতন ছবি-আঁকা নয়, এগুলি হচ্ছে নিছক প্রতীক। পুতুল-পশু পাখি, ত্রিভুজ ধরনের লতা, বৃত্ত, নানা জ্যামিতিক আর মানুষের হাতের ছাপই বেশি। খুব পরিচিত উদাহরণ দিই, লক্ষ্মীব্রত বা লক্ষ্মীপূজার আল্পনা। বাংলার এই আল্পনা কিন্তু বহিরঙ্গের নানা রঙে আঁকা রঙোলি নয়, এ আল্পনা চালের গুঁড়োর পিষ্টলিপ্ত অপরূপ সৌন্দর্য। হাতের দুটি আঙুলই এখানে তুলির কাজ করে। লক্ষ্মীব্রত যেহেতু মানুষের অন্ন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, তাই এখানে আল্পনায় ফুটিয়ে তোলা হয় সরাসরি লক্ষ্মীর পা, ধানের ছড়া, ধানের গোলা ইত্যাদি। সেঁজুতি ব্রতের দশা পুতুলও এই ভাবে হয়ে ওঠে মেয়েদের নানারকম কামনার প্রতিচ্ছবি। কাহারও রকমের মিলনসাধের প্রতি যেখানে মেয়েদের স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি।

ব্রতগুলির সঙ্গে তিথি মাস, তিথি, নক্ষত্রের সম্পর্ক আছে, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ব্রতের পরিকল্পনা হয়েছিল। সন্তান লাভও ছিল অনেক ব্রতের উদ্দেশ্য। তখনকার দিনে বহু সন্তান লাভ রমণীর পক্ষে গৌরবের ছিল। 'হাত পো কাঁখ পো'র স্বপ্ন দেখতে ব্রতের নারী। সন্তানের শুভকামনা থেকেই একাধিক পক্ষীব্রতের সৃষ্টি। কন্যা যাতে শ্বশুর বাড়িতে ভালো থাকে, এই প্রার্থনা থেকেই- হামাইচণ্ডীতে হামাইয়ের মূর্তি নির্মাণ করা হয়। সন্তানের মঙ্গল কামনায় আগ্রো জ্বালানো হয় নীলষষ্ঠীতে।

ব্রতের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব

ছিল অপাহিনীরা 'রামের মত পতি পাবো', মীরার মতো সতী হবো', কিংবা দ্রৌপদীর মত রাজরানি পাব, এ ধরনের কামনার কথা আমরা ব্রতের পাতায় পাই, 'কানিব্রত' অনেক লোকী। ক্রিকালের কন্যাদায় কানিকই ছিল রাজেশ্বর, মঙ্গলকাব্যগুলিতে কানির প্রাধান্য সমাজে তাদের প্রাধান্য সূচিত করে, তাই 'সেহনকানিব্রত', 'কাম সেহন কানিব্রত', 'সোয়ামি সেহন কানিব্রত' এই ধরনের উল্লেখ ব্রতের ছড়ায় পাওয়া যায়, কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায় তাই ফলার ঘোলা দিয়ে কাকাদো হয় কানিব্রতের লৌকিক। এছাড়াও কতকগুলি ব্রতের প্রচলন ক্ষীণ। এছাড়ার শিক্ষিতা, উন্নতমনা মেয়েদের ব্রতের সময় নেই, কাজ-বিকাশের ফলও নেই যে, পাঁচ/সাত বছরের মেয়েরা ব্রতের অনুষ্ঠান করবে, তবু ব্রতের প্রচলন যে এদের সমাজে আছে, তা বলাই যায়, অরন্ধন, মূলো দান, শিবরাত্রি-ব্রত, তিলদত্তাতৃতীয়া ব্রত- এ সমস্ত এদের সবার প্রজন্মেতেই বর্তমান।

ব্রতকথার মধ্যে যাকে আখ্যানকাব্যের ধারা, মধ্যযুগে আমাদের যে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি লোকায়ত হয়েছে, তারও উৎস এই ব্রতকথাই। গাজীর গান, পাঁচালিগুলি, ফকিরের এইসমস্ত কিছু মিলে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার মেয়েদের সাহিত্য পাঠেরও প্রথম উপাদান, আর সমাজের দেবা-কন্যাদায় নাম তো আবহমানকালেই ব্রতকথাকেও ভরত। শ্রাবণমাসের মনসাপূজাতে- মনসামঙ্গলের আখ্যান এবং মনসাপাঁচালী-গুলি মনসার গান, ব্রত-পাঁচালী-পড়লে যে নিদর্শন পাই তা নিশ্চিত- সুখ, দুঃখ এরা সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্যেই মূর্ত হয়ে।

পুন্যি পুকুর ব্রত

পুন্যি পুকুর - প্রাচীন বাংলার - একটি গুরুত্বপূর্ণ কুমারী-ব্রত। পাঁচ-থেকে নয় বছর বয়সী - কুমারী মেয়েদের এই ব্রত পালন করা বিধি। চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত একমাস ব্যাপী এই ব্রত পালন করা হয়।

এই ব্রতের - উদ্দেশ্যটি প্রকৃতির - সঙ্গে সংযুক্ত। বৈশাখ মাসের খরায় যাতে পুকুর জলশূন্য না হয়, প্রচণ্ড গরমে গাছ-গুলি যেন মরে না যায়, চারিদিক যেন শীতল হয়, এই সমস্ত কামনা নিয়েই পুন্যি-পুকুর ব্রতের উদ্ভব। এই সঙ্গে অবশ্য ব্রতের দ্বারা প্রকৃতির মঙ্গল কামনা ছাড়াও কুমারী নারীর সৌভাগ্য ও সন্তানলাভের কামনাও রয়েছে।

সব ব্রতের - ক্ষেত্রে তিনটি - স্তর পর্যায় থাকে। যেমন, আহরণ, এই পর্যায়ে ব্রতের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়, এর পরের পর্যায় ক্রিয়া, এখানে নিয়মঅনুযায়ী ব্রতের উপচারগুলি সমাপন হয়, সব শেষের পর্যায়ে থাকে ব্রতের ছড়া, কথা, বা গান।

গ্রাম বাংলার বসতবাড়ির মেঠোআঙিনা বা শানবাঁধানো মেঝেতে-অথবা পুকুরপাড়ে, কোনো পুন্যিপুকুর ব্রত করা হয়। অন্যান্যীয়, মেয়েলি ব্রত হওয়ার জন্য ব্রতপালনে কোনো সংস্কৃত মন্ত্র বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না।

এই ব্রতের - প্রথম বা আহরণ পর্যায়ে ব্রত পালনের প্রয়োজনীয় উপচার, অর্থাৎ সাদাফুল, চন্দন, দূর্বাঘাস, তুলসী গাছ, পাতাসমেত বেল গাছের ডাল, কয়েকটি ঝাড়ি ও একটি জল সংগ্রহ করতে হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ক্রিয়া হিসাবে এখানে চার দিকে চারটি খাঁটি সহ চৌকো একটি পুকুর বানা

ঘটের প্রতিটি ঘাটের উপরে ঝুলিয়ে দিয়ে সাজাতে হয়। তারপর সেই কলাগাছ পুকুরের মাঝখানে চুলের মালা সম্বলিত তুলসীগাছ বা বেলগাছের তলায় বসানো হয়।

এর তুলনায় পাঁচালি ব্রতের ছড়া খাটি। চার-ছয় পংক্তির ছড়াগুলি আবৃত্তি করে ধরে দিয়ে গাছে জল ঢালা হয়। যেমন এই ব্রতের একটি উল্লেখ্য ছড়া - "পুন্যি পুকুর পুষ্পমালা/ কে পূজিবে দুপুরবেলা।/ আমি সতী লীলাবতী/ লহনার বোন ছুতবতী।/ হয়ে পুত্র মরবে না/ ছুতিতে ঠিরবে না।" আবার গাছের উদ্দেশে জলের কলসি ঢালিয়ে মেয়েরা মন্ত্র বলে - 'এ জলে কি হয়।/ নির্ধনীর ধন হয়।/ সাবিত্রী সমান হয়/ স্বামীর আদরিণী হয়।/ অক্ষয় অমর পুত্র পায়।/ যম যন্ত্রণা না সইতে হয়।/ পুত্র রেখে স্বামীর কোলে।/ মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।"

এইভাবে পুন্যি পুকুর যদিও কুমারী মেয়েদের ব্রত, যদিও সকাল বেলায় ও সরীর গাছের আবাহনীতে এই ব্রত, তবু বিবাহিত জীবনে পতিপুত্রবতী হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে, অবশ্য ঠাকুর অবশ্য এই ব্রতের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যকে বড় করে দেখেছিলেন, তাঁর মতে - "যেখানে পুকুরে জল না থাকে, মরমে সাধনা করে, এই কামনা করে পুন্যি পুকুর।" অসুবাচী ব্রতেও এইরূপ গাছের মাথায় ঘটে জল ঢালা হত।

পুন্যিপুকুর ব্রতের শেষে তিনবার চন্দন সহযোগে সাদাফুল ও দূর্বাঘাস পুকুরে অঞ্জলি দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতে হয়। চারজন পরপর নির্দিষ্ট সময়ে ব্রত পালনের পর এক কাহন কড়ি দিয়ে ব্রত উদযাপন করা হয়। ব্রত শেষে ব্রতিনীর ইচ্ছানুযায়ী এক বা চারজন ব্রাহ্মণকে সোনার বেল ও চৌত্রিশ দাম দক্ষিণা দিয়ে ভোজন করানোর রীতি আছে।

//